মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে নতুন কেউ আসছেন, না কী পুরোনোরাই থাকছেন ?

দীর্ঘ সাত বছর পর অনুষ্ঠিত হচ্ছে মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের ত্রি বার্ষিক সম্মেলন। সর্বশেষ ২০১৫ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারী মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ওই সম্মেলনে বর্তমান জনপ্রশাসন প্রতি মন্ত্রী ফরহাদ হোসেন দোদুল সভাপতি ও এম এ খালেক সাধারণ সম্পাদক মনোনীত হয়েছিলেন। আগামীকাল সোমবার (১৬ মে) দীর্ঘ সাত বছর পর অনুষ্ঠিত হবে মেহেরপুর জেলা আওয়মীলীগের ত্রিবার্ষিক কাউন্সিল। এই ত্রিবার্ষিক সম্মেলন ঘিরে নেতাকর্মীদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা লক্ষ্য করা গেছে। ইতোমধ্যে উপজেলা ও ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড পর্যায়ের সম্মেলন শেষ হয়েছে। জেলা সম্মেলনকে ঘিরে একদিকে মেহেরপুর জেলায় নেতাকর্মীদের মাঝে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা বিরাজ করছে। নেতৃত্বের সমর্থনে ব্যানার-ফেস্টুন, বিলবোর্ডে ছেয়ে গেছে শহর জুড়ে। কেউ কেউ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমেও পদ পদবীর সমর্থনে স্ট্যাটাস দিচ্ছেন। বিভিন্ন নেতার অনুসারীরাও নিজ নিজ নেতার সমর্থনে ফেসবুকে প্রচার প্রচারণা চালাচ্ছেন। গোটা জেলার নেতাকর্মীদের মধ্যে প্রাণচাঞ্চল্য ফিরে এসেছে। দলীয় প্রার্থী ছাড়াও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা গভীর আগ্রহে সম্মেলনকে নজরদারী করছেন। সম্মেলনে বর্তমান সভাপতি সাধারণ সম্পাদক ছাড়াও সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পদে প্রার্থী হিসেবে একাধিক নেতার নাম শোনা যাচ্ছে। এবারের সম্মেলনে কে সভাপতি বা সাধারণ সম্পাদক হবেন এ নিয়ে তৃণমূল থেকে শুরু করে জেলা পর্যায়ে নেতাকর্মীদের মধ্যে চলছে ব্যাপক জল্পনা কল্পনা চলছে।
দলীয় সূত্রে জানা গেছে, জেলা আওয়ামী লীগের ত্রি-বার্ষিক সম্মেলনের উদ্বোধন করবেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য কাজী জাফরুল্লাহ চৌধুরী।
এছাড়া উপস্থিত থাকবেন প্রেসিডিয়াম সদস্য বাহাউদ্দীন নাসিম এমপি, আওয়ামীলীগের সাংগাঠনিক সম্পাদক বিএম মোজাম্মেল হক, পারভীন সুলতানা ঝর্ণা এমপি, কল্পনা এমপিসহ সহ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ।
কাউন্সিলে ভার্স্যুয়ালে যুক্ত থাকবেন বাংলাদেশ আওয়ামীলীগের

সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের।
বর্তমান জেলা কমিটির নেতারা বলেছেন, আওয়ামীলীগের নেতৃত্বের প্রতিযোগীতা থাকলেও কোনো গ্রপিং নেই। ঐক্যবদ্ধভাবে শক্তিশালী কার্যকরী কমিটি উপহার দিতে চান। এজন্য সম্মেলনকে ঘীরে নানা কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে।
মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি পদে বর্তমান কমিটির সভাপতি ও জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন দোদলুল এমপি হেভিওয়েট প্রার্থী হিসেবেই দেখছেন অনেকে। এছাড়া জেলা আওয়ামীলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট মিয়াজান আলী ও জেলা আওয়ামীলীগের সাবেক শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক আব্দুল মান্নানের নাম শোনা গেছে। সভাপতি প্রার্থী মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও জেলা পরিষদের সাবেক প্রশাসক অ্যাডভোকেট মিয়াজান আলী মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের বর্তমান কমিটির বিগত দিনের সাংগাঠনিক কার্যক্রমের কড়া সমালোচনা করে তিনি বলেন, বর্তমান সভাপতি মন্ত্রীর দায়ীত্ব পালন করেছেন ঠিকমত। সাংগাঠনিক দায়ীত্ব পালন করেননি কখনো। সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের কোনো সাংগাঠনিক কার্যক্রম দলীয় নেতা কর্মীদের চোখে পড়েনি বিগত দিনে। দলীয় কার্যক্রমের কোনো নিয়মনীতিরও তোয়াক্কা করেননি বর্তমান কমিটির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক।
অ্যাডভোকেট মিয়াজান আলী আরও অভিযোগ করেন, দীর্ঘদিন পরে জেলা আওয়ামীলীগের কাউন্সিল হতে যাচ্ছে। এত বড় একটা কর্মসূচী। অথচ, এই কাউন্সিলকে সফল করার জন্য এখন পর্যন্ত জেলা কমিটির পক্ষ থেকে কোনো প্রস্তুতি সভা করেনি। কাউন্সিলকে সফল করতে বিভিন্ন উপকমিটি যেমন, খাদ্য উপ কমিটি, সংবর্ধণা উপকমিটিসহ আরও কয়েকটি উপকমিটি করার কথা। অথচ, জেলা আওয়ামীলীগের পক্ষ থেকে কোনো ধরণের প্রস্তুতিই নেয়া হয়নি। তারপরেও কেন্দ্রীয় নেতারা আসছেন। তাদের বিষয়টি মাথায় রেখে এই ত্রিবার্ষিক কাউন্সিলকে কালারফুল ও সফল করার জন্য আমরা নিজেরাই নানা ধরনের প্রস্তুতি নিচ্ছি। তিনি বলেন, আমি জেলা আওয়ামীলীগের দায়ীত্ব পালন করার সময় দলের সকল নিয়মনীতি পালন করে শেখ হাসিনার হাত শক্তিশালী করার চেষ্টা করেছি। এবার আমি মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের দায়ীত্ব নিয়ে দেশ নেত্রী শেখ হাসিনার হাতকে শক্তিশালী করবো।
ত্রিবার্ষিক কাউন্সিলের সভাপতি প্রার্থী মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের সাবেক শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক আব্দুল মান্নান বলেছেন, মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগ একটি দূর্বল ও ব্যর্থ কমিটি ছিল। বিগত দিনে কমিটির কোনো কার্যক্রম চোখে মেলেনি। এছাড়া কমিটিতে প্রতিমন্ত্রীর আত্মীয়-স্বজন ও পরিবারের ১৭ জন এবং বিএনপি

জামায়াতের ৬ জন লোককে অন্তর্ভুক্ত করেছেন তিনি। আওয়ামীলীগের সাংগাঠনিক কোনো কার্যক্রমও দৃশ্যমান ছিলনা। সেই ২০০৩ সালের কমিটির লোকজনকে নিয়েই আবার হতে যাচ্ছে জেলা আওয়ামীলীগের কাউন্সিল। কে সভাপতি ও সম্পাদক হবেন এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেছেন, জেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পদ দুটি মূলত আওয়ামীলীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনার আস্থার উপর নির্ভর করে থাকে। নেত্রীর কাছে যারা আস্থাভাজন, তাদেরকেই জেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের দায়ীত্ব দেবেন তিনি।এক্ষেত্রে আমার সাংগাঠনিক কার্যক্রমের বিবেচনা করে আগামীতে মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগকে গতিশীল করতে আমাকে জেলা আওয়ামীলীগের সভাপতির দায়ীত্ব দেবেন বলে আমি মনে করি।
সাবেক মহাজনপুর ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সভাপতি রেজাউর রহমান নান্নু বলেছেন, জেলা আওয়ামীলীগের বর্তমান কমিটি দলীয় কোন্দলকে জিইয়ে রেখে দলের সাংগাঠনিক কাঠামো ভেঙ্গে দিয়েছে। সভাপতি ও সম্পাদক বিরোধী পক্ষকে দমণ পিড়নের চেষ্টা চালিয়েছে। বিগত জেলা পরিষদ নির্বাচন, মহাজনপুর, বাগোয়ান ও কুতুবপুর ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে আওয়ামীলীগের দলীয় প্রার্থীদের বিপরীতে ভোট করেছেন প্রতিমন্ত্রী। শুধু তাই নয়, তার বিরোধী হওয়ায় মেহেরপুর পৌর সভার উন্নয়নও থমকে দিয়েছেন তিনি।
জেলা আওয়ামীলীগের সহসভাপতি সিরাজুল ইসলাম বলেছেন, প্রতিযোগীতা থাকবে। প্রতিহিংসা নই। একটি গ্রহণযোগ্য সম্মেলন উপহার দেবে কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ এটা সকলে প্রত্যাশা করছেন। তিনি আরও বলেন, পদের জন্য বিভিন্ন জন বিভিন্নভাবে মতামত ব্যক্ত করছেন। দলের সভানেত্রী প্রধান মন্ত্রী শেখ হাসিনা যেভাবে সিদ্ধান্ত দেবেন সেটিই হবে।
বর্তমান কমিটির সাধারণ সম্পাদক এম,এ খালেক ছাড়াও এপদে প্রার্থী হিসেবে শোনা যাচ্ছে ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সাবেক সহ সভাপতি অ্যাডভোকেট আব্দুস সালাম, মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের সাংস্কৃতিক বিষয়ক সম্পাদক আসলাম শিহির ও মেহেরপুর-২ আসনের জাতীয় সংসদ সদস্য পত্নী লাইলা আরজুমান বানু।
জেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক এমএ খালেক বলেছেন, সম্মেলনের সকল প্রস্তুতি শেষ হয়েছে। ইতোমধ্যে তিনটি উপজেলা, পৌর, ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড পর্যায়ের সম্মেলন শেষ হয়েছে। আগামী ১৬ মে জেলা আওয়ামীলীগের ত্রিবার্ষিক কাউন্সিলকে ঘিরে নেতা কর্মীদের মাঝে উৎসব মুখর পরিবেশ বিরাজ করছে। সম্মেলনকে কেন্দ্র করে আমাদের মাঝে প্রতিযোগীতা রয়েছে। কিন্তু কোনো প্রতিহিংসা নেই। আমরা সবাই একত্রিত হয়ে সম্মেলনকে সফল করতে কাজ করে যাচ্ছি। সম্মেলনে

জনসংখ্যার ভিত্তিতে কাউন্সিলর নির্ধারণ করা হয়েছে বলে জানান এম এ খালেক।
জেলা কমিটি কিভাবে গঠণ করা হবে এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি জানান, কমিটি ভোটের মাধ্যমে হবে নাকি সমঝোতার ভিত্তিতে হবে তা দলের কেন্দ্রীয় কমিটি এবং দলের সভানেত্রী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সিদ্ধান্ত জানাবেন।
নাম প্রকাশ না করার শর্তে আওয়ামীলীগের কয়েক জন নেতা জানান, মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের উপজেলা, পৌর, ও বিভিন্ন ওয়ার্ড কমিটির কাউন্সিলে প্রতিমন্ত্রী হস্তক্ষেপ করতে পারলেও এবার জেলা কমিটির কাউন্সিলে করবেন কেন্দ্রীয় আওয়ামীলীগের নেতৃবৃন্দ। সেক্ষেত্রে জেলা আওয়ামীলীগের কমিটি থেকে বাদ পড়তে পারেন সভাপতি ও সম্পাদক। আসতে পারেন নতুন মুখ।
কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের সাবেক সহসভাপতি ও জেলা আওয়ামীলীগের কাউন্সিলের সাধারণ সম্পাদক প্রার্থী অ্যাডভোকেট আব্দুস সালাম বলেন, বিগত সাত বছরে যে কমিটি মেহেরপুর জেলাকে নেতৃত্ব দিয়েছেন তাদের রাজনৈতিক কোনো যোগ্যতা ছিলন। তারা মাত্র দুটি সভা করেছে। কিন্তু সেখানে কোনো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি। ২০১৪ সালে দুটি উপজেলার কমিটির কাউন্সিল করেছে। তাতেও প্রচুর অভিযোগ। ২০০৩ সালের সেই উপজেলা, পৌর, ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড কমিটি দিয়ে ঠেলাগুজা করে এই কাউন্সিল করতে চাচ্ছেন বর্তমান কমিটি। জেলা আওয়ামীলীগের বর্তমান সভাপতি তিনি জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রীর দায়ীত্ব পালন নিয়ে ব্যাস্ত। কোনো ধরণের সাংগাঠনিক কার্যক্রম না থাকায় জেলা আওয়ামীলীগ স্থবির হয়ে পড়েছে। তারা সরকারে থেকে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা ভোগ করার কথা ভেবেছে। দলের ভবিষ্যত নিয়ে ভাবেনি। তাই দলকে সুসংগঠিত করার লক্ষে জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাসবাদ মোকাবেলা ও অসম্প্রদায়ীক সমাজ গড়তে আমরা যারা ছাত্রলীগ করতাম আবারও মাঠে নেমেছি। নেতাকর্মী, কাউন্সিলর ও কেন্দ্রীয় নেতারা চাইলে জেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হতে চাই আমি। তিনি আরও বলেন বর্তমান জেলা আওয়ামীলীগের স্বজনপ্রীতি এবং আত্মীয়করণের ফলে দলের অনেক ত্যাগী নেতাকর্মী বাদ পড়ে যাওয়ায় বর্তমান কমিটি একটি দূর্বল কমিটিতে পরিণত হয়েছে। আগামী দিনের যে চ্যলেঞ্জ ক্ষুধা ও দারিদ্রমুক্ত বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়তে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু কন্য শেখ হাসিনা আজকে দেশকে যেভাবে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে এজন্য একটি শক্তিশালী সংগঠণ প্রয়োজন। মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের সম্মেলনের মাধ্যমে একটি শক্তিশালী সংগঠন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাতে তুলে দেবো এই আশা ব্যক্ত করছি।

আমঝুপিতে চুন্নু, বারাদিতে মোমিন, পিরোজপুরে বাবলু বিশ্বাস, শ্যামপুরে রব বিশ্বাস

মেহেরপুর সদর উপজেলার চারটি ইউনিয়নের নির্বাচনে চেয়ারম্যান পদে আওয়ামী লীগের দলীয় মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে।

এতে আমঝুপিতে বর্তমান চেয়ারম্যান ও সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি বোরহান উদ্দিন চুন্নু, পিরোজপুরে বর্তমান চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি আব্দুস সামাদ বাবলু বিশ্বাস, বারাদিতে সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মোমিনুল ইসলাম, শ্যামপুরে সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রব বিশ্বাস।
শুক্রবার আওয়ামী লীগের মনোনয়ন বোর্ড এ ঘোষনা দেয়। আগামী ১৫ জুন এই চারটি ইউনিয়নে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

মেহেরপুর পৌর নির্বাচনে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন পেলেন বর্তমান মেয়র রিটন

মেহেরপুর পৌর সভার নির্বাচনে মেয়র পদে আওয়ামী লীগের দলীয় মনোনয়ন পেলেন বর্তমান মেয়র ও জেলা যুবলীগের আহবায়ক মাহফুজুর রহমান রিটন।

আজ শুক্রবার রাতে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের মনোনয়ন বোর্ডের সভা শেষে এ ঘোষনা দেওয়া হয়। মেহেরপুর পৌরসভায় মনোনয়ন পেতে ১১ জন প্রার্থী আওয়ামী লীগের দলীয় মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছিলেন। অপর ১০ জনকে হারিয়ে মাহফুজুর রহমান রিটন মনোনয়ন জয় করেছেন।

মনোনয়নের জন্য অপর আবেদনকারী যুবলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের সহধর্মিনী সৈয়দা মোনালিসা ইসলাম, মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট ইব্রাহীম শাহিন, জেলা স্বেচ্ছাসেবকলীগের আহবায়ক আরিফুল এনাম বকুল, মেহেরপুর শহর আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট ইমতিয়াজ বিন হারুন জুয়েল, মেহেরপুর-১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য জয়নাল আবেদীনের সহধর্মিনী তহমিনা খাতুন ও পুত্র তানভীর আহম্দে রানা, জেলা যুবলীগের সাবেক সভাপতি সাজ্জাদুল আনাম, জেলা যুবলীগের সদস্য সোয়েব রহমান, মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি সাফুয়ান রুপক ও মেহেরপুর বড় বাজার ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক আমিনুল ইসলাম খোকন।

বাংলাদেশ আওয়ামীলীগের দলীয় মনোনয়ন প্রত্যাশীদের নাম আহবান করলে মেহেরপুর জেলার এসব নেতা কর্মীরা গত ১১ মে সন্ধ্যা পর্যন্ত ফরম সংগ্রহ করেন। গত বৃহস্পতিবার ১২ মে আওয়ামীলীগের দলীয় কার্যালয়ে জমা দেন।
উল্লেখ্য, আগামী ১৫ জুন মেহেরপুর পৌর সভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। আগামী ১৭ মে মনোনয়ন জমা দেওয়ার শেষ দিন।

সরকারি চাকরি ছেড়ে হলেন আওয়ামী লীগ নেতা

চারদিন আগে সরকারি চাকরি ছেড়ে আওয়ামী লীগের উপজেলা সম্পাদকের দায়িত্ব পেলেন আবুল কালাম আযাদ। আবুল কালাম আযাদ মেহেরপুরের মুজিবনগর সরকারি ডিগ্রি কলেজের ইসলামের ইতিহাস বিভাগের প্রভাষক। গত ৫মে তিনি অবসরের জন্য আবেদন জমা দিয়েছেন। কিন্তু ৭মে পর্যন্ত সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ ছিল। তাহলে কিভাবে তিনি ৫মে আবেদন জমা দিলেন তা নিয়ে প্রশ্ন তৈরি হয়েছে।

ঘটনাটি ঘটেছে মেহেরপুরের মুজিবগর উপজেলায়। সোমবার ৯ মে মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামী লীগের সম্মেলনে তিনি সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন।

সোমবার মুজিবনগর কমপ্লেক্স মিলনায়তনে উপজেলা আওয়ামী লীগের ত্রি-বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশন শেষে মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এমপি আবুল কালাম আযাদকে সাধারণ সম্পাদক হিসেবে ঘোষণা করেন। এসময় প্রতিমন্ত্রী বলেন, কাউন্সিলরদের ভোটে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন।

তবে এ নিয়ে নাম প্রকাশ না করার শর্তে একাধিক আওয়ামী লীগ নেতা ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া জানিয়ে বলেন, প্রতিমন্ত্রী ক্ষমতাবলে মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক নিজ অনুসারীদের দিয়ে কমিটি গঠণ করেছেন যা পূর্ব পরিকল্পিত। সরকারি চাকরি করতে করতে তিনি আওয়ামী লীগ নেতা হয়ে যাবেন যা মেনে নেওয়া যায় না।

এ ব্যাপারে মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পাওয়া আবুল কালাম আযাদ বলেন, কলেজ সরকারিকরণ হওয়ার আগে আমি মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ছিলাম। সরকারি করণ হওয়ার পর সে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নিই। পরবর্তিতে যখন উপজেলা সম্মেলনের কথা জানতে পারি তখন অবসরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিই। আমার চাকরি আর কয়েক মাস আছে। কিন্তু পরবর্তি সম্মেলন আবার কবে হবে সে হিসেবে আগাম অবসর নিয়ে রাজনীতিতে প্রবেশ করলাম।

মুজিবনগর সরকারি ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর কামাল হোসেন বলেন, আবুল কালাম আযাদ কলেজ সরকারিকরণ হওয়ার আগে ইসলামের ইতিহাস বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ছিলেন। বর্তমানে তিনি প্রভাষক হিসেবে চাকরিরত ছিলেন। গত ৫মে আগাম অবসরের জন্য আবেদন করেছেন।

তবে মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামী লীগের সদ্য বিদায়ী সভাপতি জিয়া উদ্দিন বিশ্বাস বলেন, মন্ত্রীর সাথে ক্ষমতায় আমাদের মত মানুষকি পেরে উঠতে পারি। যে কারণেই আমি কিছু বলতে চাই না।

অপর সাধারণ সম্পাদক প্রার্থী রেজাউর রহমান নান্নু বলেন, প্রতিমন্ত্রীর পরিকল্পিত কমিটি গঠন করা হয়েছে। সম্মেলনের নামে আই ওয়াশ করা হয়েছে। সভাপতি রফিকুল ইসলাম তোতা বাগোয়ান ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে বিদ্রোহী প্রার্থীর পক্ষে ভোট করে সভাপতি হলেন। আর সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম আযাদ চারদিন আগে অবসরের আবেদন করেছেন। এখনো তা গৃহিত হয়নি।

জেলা আওয়ামী লীগের সাংস্কৃতিক বিষয়ক সম্পাদক আসলাম শিহির বলেন,

সরকারি চাকরিজীবী একজন কখনোই দলীয় নেতৃত্বে আসতে পারেন না। ৫ তারিখে অবসরের আবেদন করে ৯ তারিখে সম্মেলনে সাধারণ সম্পাদক হলেন। যা পূর্বপরিকল্পিত কমিটি গঠন ছাড়া কিছুই না।

মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি তোতা, সম্পাদক আযাদ

রফিকুল ইসলাম তোতাকে সভাপতি ও আবুল কালাম আযাদকে সাধারণ সম্পাদক করে মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামী লীগের নতুন কমিটি নির্বাচন করা হয়েছে।

সোমবার বিকালে মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামী লীগের ত্রি-বার্ষিক সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশন শেষে তাদের নাম ঘোষনা করেন মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন।

এর মুজিবনগর কমপ্লেক্স মিলনায়তনে প্রথম অধিবেশনে মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও উপজেলা চেয়ারম্যান জিয়াউদ্দিন বিশ্বাসের সভাপতিত্বে সম্মেলনের উদ্বোধন করেন মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন।

মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামী লীগের যুগ্মসাধারণ সম্পাদক নাসির উদ্দিন বাবলুর সঞ্চালনায়, প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক বি এম মোজাম্মেল হক, নির্বাহী সদস্য পারভিন জামান কল্পনা।

বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর-২ আসনের সংসদ সদস্য সাহিদুজ্জামান খোকন, মেহেরপুর ১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা প্রফেসর আব্দুল মান্নান, সাবেক সংসদ সদস্য ও জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা জয়নাল আবেদিন, চুয়াডাঙ্গা ২ আসনের সংসদ সদস্য আলী আজগর টগর, মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেক।

অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সিনিয়র সহ সভাপতি আব্দুল হালিম, জেলা পরিষদের প্রশাসক গোলাম রসুল, মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক অ্যাড. মিয়াজান আলী, কেন্দ্রীয় প্রচার ওপ্রকাশনা উপ কমিটির সদস্য এম এ এস ইমন, সাংস্কৃতিক উপকমিটির সদস্য আসলাম শিহির, জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক আব্দুল মান্নান, সদস্য আব্দুস সালাম, জেলা যুবলীগের আহ্বায়ক ও পৌর মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন, জেলা আওয়ামী লীগের অন্যতম সদস্য রফিকুল ইসলাম তোতা প্রমুখ।

সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশনে সাবজেক্ট কমিটির ভোটের মাধ্যমে রফিকুল ইসলাম তোতাকে সভাপতি ও আবুল কালাম আজাদকে সাধারণ সম্পাদক করে মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামী লীগের কমিটি ঘোষণা করা হয়।

মুজিবনগরে আওয়ামী লীগের সম্মেলনে ধাওয়া-পালটা ধাওয়া

মুজিবনগরে উপজেলা আওয়ামী লীগের ত্রি-বার্ষিক সম্মেলনের চেয়ারে বসাকে কেন্দ্র করে দুপক্ষের কর্মী সমর্থকদের মধ্যে ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া ও ভাংচুরের ঘটনা ঘটে। এতে উভয় পক্ষের বেশ কয়েকজন আহত হয়। তবে আহতদের পরিচয় জানা যায় নি।

সোমবার সকাল ১১টার দিকে মুজিবনগর মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি কমপ্লেক্সের মিলনায়তনে জেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি ও জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন ও মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি জিয়া উদ্দিন বিশ্বাসের কর্মী সমর্থকবদের মধ্যে এ ঘটনা ঘটে।

পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে নিতে লাঠি চার্জ শুরু করলে উভয় পক্ষের নেতাকর্মীরা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। পরে কেন্দ্রীয় নেতারা সম্মেলন স্থলে পৌছালে সম্মেলনের প্রথম অধিবেশন শুরু হয়।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, মুজিবনগর কমপ্লেক্স মিলনায়তনে সম্মেলন শুরু হওয়ার ঠিক আগমূহুর্তে চেয়ারে বসা ও স্লোগান দেওয়াকে কেন্দ্র করে জেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি ও জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী

ফরহাদ হোসেন ও মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি জিয়া উদ্দিন বিশ্বাসের কর্মী সমর্থকবদের মধ্যে উত্তেজনা শুরু হয়। এসময় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়লে দুপক্ষের কর্মীরা চেয়ার ছুড়ে ও লাঠি সোটা নিয়ে একে অপরের উপর হামলা চালায়। পুলিশ টের পেয়ে লাঠিচার্জ শুরু করলে উভয়পক্ষের কর্মীরা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। এতে কয়েকজন আহত হয়।

মুজিবনগর থানার ওসি মেহেদী রাসেল বলেন, সম্মেলন শুরুর সময় দুপক্ষের কর্মীদের মধ্যে উত্তেজনা, ধাওয়া পাল্টা ধাওয়ার ঘটনা ঘটে। পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে নেয়। এতে উভয় পক্ষের কয়েকজন আহত হয়েছে। এছাড়া সম্মেলন শান্তিপূর্ণ ভাবে সম্পন্ন হয়েছে।

আজ মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামী লীগের সম্মেলন

আজ ৯ মে মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামী লীগের ত্রি-বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। সম্মেলনকে ঘিরে মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের মাঝে প্রাণ সঞ্চার সৃষ্টি হয়েছে।

সম্মেলনে যোগ দিবেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের খুলনা বিভাগীয় সাংগঠনিক সম্পাদক বিএম মোজাম্মেল হক, জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ও জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ফরহাদ হোসেন, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় সদস্য পারভিন জামান কল্পনা।

সভাপতি প্রার্থী হিসেবে বর্তমান সভাপতি ও উপজেলা চেয়ারম্যান জিয়া উদ্দিন বিশ্বাস, জেলা আওয়ামী লীগের সদস্য রফিকুল ইসলাম তোতা।

সাধারণ সম্পাদক প্রার্থী হিসেবে যাদের নাম শোনা যাচ্ছে তারা হলেন- মহাজনপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি রেজাউর রহমান নান্নু, মুজিবনগর উপজেলা যুবলীগের সভাপতি কামরুল হাসান চাদু, মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সম্পাদক নাসির উদ্দিন বাবলু।

দলীয় সূত্রে জানা গেছে, ২০১৬ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি সর্বশেষ

মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামী লীগের কাউন্সিল হয়েছে। ওই কাউন্সিলে মুজিবনগর উপজেলা চেয়ারম্যান জিয়া উদ্দিন বিশ্বাস সভাপতি এবং মহাজনপুর ইউনিয়ন চেয়ারম্যান আমাম হোসেন মিলু সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছিলেন।

মুজিবনগর কমপ্লেক্স মিলনায়তনে উপজেলা আওয়ামী লীগের ত্রি-বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। সম্মেলন উপলক্ষে ইতিমধ্যে সভাপতি জিয়া উদ্দিন বিশ্বাস ও জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ফরহাদ হোসেনের অনুসারীরা পৃথক পৃথক ওয়ার্ড কমিটি গঠণ করে। যা নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি হলে কেন্দ্র উভয় কমিটি বাতিল করে।

আজ মেহেরপুর পৌর আওয়ামী লীগের সম্মেলন

দেড় যুগ পর আগামী আজ মেহেরপুর পৌর আওয়ামী লীগের ত্রি-বার্ষিক সম্মেলন। সম্মেলনে যোগ দিবেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের খুলনা বিভাগীয় সাংগঠনিক সম্পাদক বিএম মোজাম্মেল হক, জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ও জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ফরহাদ হোসেন, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় সদস্য পারভিন জামান কল্পনা। এছাড়াও স্থানীয় নেতারা উপস্থিত থাকবেন।

মেহেরপুর পৌর কমিউনিটি সেন্টার মিলনায়তনে বিকাল ৩টায় শুরু হবে সম্মেলনের প্রথম অধিবেশন। সন্ধ্যার পরে শুরু হবে দ্বিতীয় অধিবেশন। সেখানেই নির্ধারণ হবে নতুন কমিটির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের নাম।

তিন বছরের জন্য দায়িত্ব নেওয়া কমিটি নানা কারণেই পার করছে ১৮ বছর। আর এ ১৮ বছরের কমিটির প্রায় ১৫ জন পদস্থ নেতা মৃত্যুবরণও করেছেন ইতিমধ্যে। নতুন করে সম্মেলনকে ঘিরে আবারো নেতাকর্মীদের মাঝে প্রাণচাঞ্চল্য শুরু হয়েছে। সম্মেলনের দিনেই দ্বিতীয় অধিবেশনে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত করা হয়। তবে এবারের কমিটির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক যেন নির্বাচনের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয় সে দাবিও করেছেন সম্ভাব্য প্রার্থীরা।

সম্মেলনকে ঘিরে ইতিমধ্যে কাউন্সিলর ও সাবজেক্ট কমিটির নেতাদের দ্বারে দ্বারে গিয়ে ভোট প্রার্থনা করেছে পদ প্রার্থীরা। এবারের সম্মেলনে সভাপতি হিসেবে ৫জন এবং সাধারণ সম্পাদক হিসেবে ৮জন সম্ভাব্য প্রার্থীর নাম শোনা যাচ্ছে। তবে কে হবে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক সে হিসেবে সম্মেলন হওয়ার আগে বলা কঠিন। তবে যোগ্য প্রার্থীকেই সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক হিসেবে নির্বাচন করবেন নেতারা।

সভাপতি পদে সম্ভাব্য প্রার্থী হিসেবে যাদের নাম শোনা যাচ্ছে তারা হলেন- মেহেরপুর পৌর মেয়র ও জেলা যুবলীগের আহবায়ক মাহফুজুর রহমান রিটন, পৌর কমিটির বর্তমান সাধারণ সম্পাদক আক্কাস আলী, জেলা যুবলীগের সাবেক সভাপতি সাজ্জাদুল আনাম, জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রীর ভাই ও আওয়ামী লীগ নেতা ইকবাল হোসেন বুলবুল, জেলা স্বেচ্ছা সেবক লীগের আহবায়ক আরিফুল এনাম বকুল।

সাধারণ সম্পাদক পদে সম্ভাব্য প্রার্থী হিসেবে যাদের নাম শোনা যাচ্ছে তারা হলেন- জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি মফিজুর রহমান, সাবেক ছাত্র নেতা আমিনুল ইসলাম খোকন, আওয়ামী লীগ নেতা অ্যাড. খ.ম হারুন ইমতিয়াজ জুয়েল, জেলা যুবলীগের সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক নিশান সাবের, জসিউর রহমান বকুল, সাবেক ছাত্র নেতা হাসানুজ্জামান হিলন, যুবলীগ নেতা ও কাউন্সিলর আল মামুন, জেলা শ্রমিক লীগের সদস্য সচিব মোস্তাফিজুর রহমান বাবুল।

দলীয় সূত্রে জানা গেছে, ২০০৩ সালের ৭ আগস্ট তিন বছর মেয়াদে ৬৭ সদস্য বিশিষ্ট পূর্ণাঙ্গ কার্যকরী কমিটি ও ১৭ সদস্য বিশিষ্ট উপদেষ্টা পরিষদ নিয়ে মেহেরপুর পৌর আওয়ামী লীগের কমিটি গঠন করা হয়। কিন্তু কমিটির মেয়াদ শেষ হয়ে দীর্ঘ ১৫ বছর অতিবাহিত হলেও নতুন কমিটির মুখ দেখেনি দলটির নেতাকর্মীরা। দীর্ঘ এই ১৮ বছরে কার্যকরী কমিটির ৭জন এবং উপদেষ্টা পরিষদের ৮জন মৃত্যুবরণ করেছেন।

মৃতবরণকারী নেতারা হলেন, কার্যকরী কমিটির সহ-সভাপতি ডাঃ ওমর ফারুক, দপ্তর সম্পাদক খোকন মিয়া, সদস্য খাদেমুল ইসলাম, হারুন অর রশিদ হারু, পন্টু মিয়া, জহির রায়হান সেন্টু, মোশারফ মন্ডল।

উপদেষ্টা পরিষদের মধ্যে আব্দুল মজিদ মাস্টার, মাহাবুবুর রহমান মধু, আব্দুল গণি, আব্দুল মহিত লাল্টু, আমজাদ হোসেন, বাবুল মিয়া, রফিকুল ইসলাম রফিক, শ্রী মহিমা রনজন পাল বাটুল বার্ধক্যজনিত ও বিভিন্ন কারণে মৃত্যুবরণ করেছেন।

তিন বছর মেয়াদে মেহেরপুর পৌর আওয়ামী লীগ গঠন করা হলেও বর্তমানে এই কমিটির বয়স ১৮ বছর। শুধুমাত্র কমিটি না হওয়ার কারণে মৃতরাও গুরুত্বপূর্ণ পদ দখল করে আছেন।

বর্তমান এ কমিটির সভাপতির দায়িত্ব পালন করছেন অ্যাড. ইয়ারুল ইসলাম। তিনি সদর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান। সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন মো: আক্কাস আলী।

ছিটকে পড়েছেন মিলু, কী আছে জিয়া বিশ্বাসের ভাগ্যে ?

বিদ্রোহী হিসেবে ইউনিয়ন পরিষদে নির্বাচন করে দল থেকে ছিটকে পড়েছেন সাধারণ সম্পাদক আমাম হোসেন মিলু। আর জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেনে বিরাগভাজন হয়ে কপাল পুড়েছে সভাপতি জিয়া উদ্দিন বিশ্বাসের। ফলে মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামী লীগের এবারের নতুন কমিটিতে সভাপতি হিসেবে জিয়া উদ্দিন বিশ্বাসের ভাগ্যে কী আছে তা কেউই বলতে পারছেন না। জোর দিয়ে বলতে পারছেন না তিনিও।

আগামী ৯ মে মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামী লীগের ত্রি-বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। সম্মেলনকে ঘিরে মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের মাঝে প্রাণ সঞ্চার সৃষ্টি হয়েছে।

সভাপতি প্রার্থী হিসেবে বর্তমান সভাপতি ও উপজেলা চেয়ারম্যান জিয়া উদ্দিন বিশ্বাস, জেলা আওয়ামী লীগের সদস্য রফিকুল ইসলাম তোতা।

সাধারণ সম্পাদক প্রার্থী হিসেবে যাদের নাম শোনা যাচ্ছে তারা হলেন- মহাজনপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি রেজাউর রহমান নান্নু, মুজিবনগর উপজেলা যুবলীগের সভাপতি কামরুল হাসান চাদু, মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সম্পাদক নাসির উদ্দিন বাবলু।

সাধারণ সম্পাদক প্রার্থী কামরুল হাসান চাদু বলেন, সম্মেলন উপলক্ষে নেতাকর্মীদের সাথে গণসংযোগেই অধিকাংশ সময় কাটছে। গতবার

অল্প কিছু ভোটে সাধারণ সম্পাদক হিসেবে ফেল করেছিলাম। তবে এবার আশা করছি নেতাকর্মীরা সাধারণ সম্পাদক হিসেবে নির্বাচিত করবেন।

আরও পড়ুন কে হবেন পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ?

অপর সাধারণ সম্পাদক প্রার্থী রেজাউর রহমান নান্নু বলেন, বিদ্রোহী হিসেবে নির্বাচন করায় উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আমাম হোসেন মিলু, বাগোয়ান ইউপি চেয়ারম্যান আয়ুব হোসেন অটো বহিষ্কার হয়েছেন। ফলে তারা কেউ কোন পদপ্রার্থী হতে পারছেন।

সভাপতি জিয়া উদ্দিন বিশ্বাস বলেন, জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন দুই আড়াই বছর ধরে কোন সমন্বয় করেন না বরং এড়িয়ে চলেন। সকল কাজে বাধা প্রদান করে আসছেন। ফলে তিনি কি চাইছেন সেটা তো পরিস্কার। তবে দীর্ঘদিন ধরে আওয়ামী লীগের রাজনীতি করে আসছি স্থানীয় ও কেন্দ্রীয় নেতারা আমার সাথে আছেন। আশা করি তার পুরস্কার পাবো। সভাপতি প্রার্থী হিসেবে রফিকুল ইসলাম তোতার নাম শুনছি। তিনি জেলা সভাপতির মদদপুষ্ট হয়ে প্রার্থীতা ঘোষনা করেছেন। বাগোয়ান ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে বিদ্রোহী প্রার্থীদের হয়ে নির্বাচনে কাজ করেছেন, সে হিসেবে সভাপতিকেও বিদ্রোহী বলা যায়।

দলীয় সূত্রে জানা গেছে, ২০১৬ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি সর্বশেষ মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামী লীগের কাউন্সিল হয়েছে। ওই কাউন্সিলে মুজিবনগর উপজেলা চেয়ারম্যান জিয়া উদ্দিন বিশ্বাস সভাপতি এবং মহাজনপুর ইউনিয়ন চেয়ারম্যান আমাম হোসেন মিলু সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছিলেন। আগামী ৯ মে মুজিবনগর কমপ্লেক্স মিলনায়তনে উপজেলা আওয়ামী লীগের ত্রি-বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। সম্মেলন উপলক্ষে ইতিমধ্যে সভাপতি জিয়া উদ্দিন বিশ্বাস ও জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ফরহাদ হোসেনের অনুসারীরা পৃথক পৃথক ওয়ার্ড কমিটি গঠণ করে। যা নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি হলে কেন্দ্র উভয় কমিটি বাতিল করে।

কে হবেন পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ?

দেড় যুগ পর আগামী ৮মে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে মেহেরপুর পৌর আওয়ামী লীগের ত্রি-বার্ষিক সম্মেলন। কে হবেন সভাপতি, কে হবেন সাধারণ সম্পাদক সেই হিসেবে কষছেন নেতাকর্মীরা। দীর্ঘদিন সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করা আক্কাস আলী সভাপতি হিসেবে প্রার্থী হচ্ছেন। তিনি কি পারবেন দায়িত্ব ধরে রাখতে। এমন নানা হিসেবে নিকেষ এখন নেতাকর্মীরা। তিনি যদি না পারেন তাহলে তিনি কোথায় স্থান পাবেন। আর তিনি যদি সভাপতি নির্বাচিত হন তবে বাকি প্রার্থীদের আওয়ামী লীগের অবস্থান কি হবে। নানা জল্পনা কল্পনা চলছেই। সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক হিসেবে যারা প্রার্থী হচ্ছেন সকলেই আওয়ামী লীগ ও অঙ্গ সংগঠনের জন্য বিভিন্ন ভূমিকা রেখেছেন।

তিন বছরের জন্য দায়িত্ব নেওয়া কমিটি নানা কারণেই পার করছে ১৮ বছর। আর এ ১৮ বছরের কমিটির প্রায় ১৫ জন পদস্থ নেতা মৃত্যুবরণও করেছেন ইতিমধ্যে। নতুন করে সম্মেলনকে ঘিরে আবারো নেতাকর্মীদের মাঝে প্রাণচাঞ্চল্য শুরু হয়েছে। সম্মেলনের দিনেই দ্বিতীয় অধিবেশনে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত করা হয়। তবে এবারের কমিটির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক যেন নির্বাচনের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয় সে দাবিও করেছেন সম্ভাব্য প্রার্থীরা।

সম্মেলনকে ঘিরে ইতিমধ্যে কাউন্সিলর ও সাবজেক্ট কমিটির নেতাদের দ্বারে দ্বারে ঘুরছেন সম্ভাব্য প্রার্থীরা। এবারের সম্মেলনে সভাপতি হিসেবে ৫জন এবং সাধারণ সম্পাদক হিসেবে ৮জন সম্ভাব্য প্রার্থীর নাম শোনা যাচ্ছে। তবে কে হবে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক সে হিসেবে সম্মেলন হওয়ার আগে বলা কঠিন। তবে যোগ্য প্রার্থীকেই সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক হিসেবে নির্বাচন করবেন নেতারা।

সভাপতি পদে সম্ভাব্য প্রার্থী হিসেবে যাদের নাম শোনা যাচ্ছে তারা হলেন- মেহেরপুর পৌর মেয়র ও জেলা যুবলীগের আহবায়ক মাহফুজুর রহমান রিটন, পৌর কমিটির বর্তমান সাধারণ সম্পাদক আক্কাস আলী, জেলা যুবলীগের সাবেক সভাপতি সাজ্জাদুল আনাম, জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রীর ভাই ও আওয়ামী লীগ নেতা ইকবাল হোসেন বুলবুল, জেলা স্বেচ্ছা সেবক লীগের আহবায়ক আরিফুল এনাম বকুল।

আরও পড়ুন ছিটকে পড়েছেন মিলু, কী আছে জিয়া বিশ্বাসের ভাগ্যে ?

সাধারণ সম্পাদক পদে সম্ভাব্য প্রার্থী হিসেবে যাদের নাম শোনা যাচ্ছে তারা হলেন- জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি মফিজুর রহমান, সাবেক ছাত্র নেতা আমিনুল ইসলাম খোকন, আওয়ামী লীগ নেতা অ্যাড. খ.ম হারুন ইমতিয়াজ জুয়েল, জেলা যুবলীগের সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক নিশান সাবের, জসিউর রহমান বকুল, সাবেক ছাত্র নেতা হাসানুজ্জামান হিলন, যুবলীগ নেতা ও কাউন্সিলর আল মামুন, জেলা শ্রমিক লীগের সদস্য সচিব মোস্তাফিজুর রহমান বাবুল।

সভাপতি প্রার্থী আক্কাস আলী ১৮ বছর পৌর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি বলেন, জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রীর ফরহাদ হোসেনের সঙ্গে রয়েছি। তিনি যেখানে মনে করবেন সেখানে রাখবেন। তবে সভাপতি প্রার্থী হিসেবে চেষ্টা করছি। দায়িত্ব পেলে সঠিকভাবে পালন করার চেষ্টা করবো। না পেলে কোন খেদ নেই।

অপর সভাপতি প্রার্থী জেলা যুবলীগের সাবেক সভাপতি সাজ্জাদুল আনাম সাজেদুল বলেন, সভাপতি প্রার্থী হিসেবে কাউন্সিলরদের দ্বারে দ্বারে গিয়ে ভোট প্রার্থনা করছি। বেশ সাড়া পাচ্ছি। এখনো চেষ্টা করছি কাউন্সিলরদের মন জয় করার।

সাধারণ সম্পাদক প্রার্থী জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি মফিজুর রহমান মফিজ বলেন, ছাত্রজীবন থেকে বঙ্গবন্ধুর আদর্শ বুকে ধারণ করে রাজনীতি করছি। কয়েকবার কারাবরণও করেছি। বিভিন্ন সংগঠনের দায়িত্ব পালন করেছি এবং এখনো করছি। সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পেলে দলকে শক্তিশালী করতে পূর্বের অভিজ্ঞতা কাজে লাগাবো।

অপর সাধারণ সম্পাদক প্রার্থী জেলা যুবলীগের সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক নিশান সাবের বলেন, সম্মেলনকে ঘিরে প্রস্তুতি নিচ্ছি। মেহেরপুর সদর উপজেলা ও গাংনী উপজেলা আওয়ামী লীগের কমিটি যেভাবে সাবজেক্ট কমিটির ভোটে কমিটি হয়েছে। আশা করছি একইভাবে মেহেরপুর পৌর কমিটিও গঠন হবে। সে হিসেবে সাবজেক্ট নেতাদের সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করছি।

দলীয় সূত্রে জানা গেছে, ২০০৩ সালের ৭ আগস্ট তিন বছর মেয়াদে ৬৭ সদস্য বিশিষ্ট পূর্ণাঙ্গ কার্যকরী কমিটি ও ১৭ সদস্য বিশিষ্ট উপদেষ্টা পরিষদ নিয়ে মেহেরপুর পৌর আওয়ামী লীগের কমিটি গঠন করা হয়। কিন্তু কমিটির মেয়াদ শেষ হয়ে দীর্ঘ ১৫ বছর অতিবাহিত হলেও

নতুন কমিটির মুখ দেখেনি দলটির নেতাকর্মীরা। দীর্ঘ এই ১৮ বছরে কার্যকরী কমিটির ৭জন এবং উপদেষ্টা পরিষদের ৮জন মৃত্যুবরণ করেছেন।

মৃতবরণকারী নেতারা হলেন, কার্যকরী কমিটির সহ-সভাপতি ডাঃ ওমর ফারুক, দপ্তর সম্পাদক খোকন মিয়া, সদস্য খাদেমুল ইসলাম, হারুন অর রশিদ হারু, পন্টু মিয়া, জহির রায়হান সেন্টু, মোশারফ মন্ডল।

উপদেষ্টা পরিষদের মধ্যে আব্দুল মজিদ মাস্টার, মাহাবুবুর রহমান মধু, আব্দুল গণি, আব্দুল মহিত লাল্টু, আমজাদ হোসেন, বাবুল মিয়া, রফিকুল ইসলাম রফিক, শ্রী মহিমা রনজন পাল বাটুল বার্ধক্যজনিত ও বিভিন্ন কারণে মৃত্যুবরণ করেছেন।

তিন বছর মেয়াদে মেহেরপুর পৌর আওয়ামী লীগ গঠন করা হলেও বর্তমানে এই কমিটির বয়স ১৮ বছর। শুধুমাত্র কমিটি না হওয়ার কারণে মৃতরাও গুরুত্বপূর্ণ পদ দখল করে আছেন।

বর্তমান এ কমিটির সভাপতির দায়িত্ব পালন করছেন অ্যাড. ইয়ারুল ইসলাম। তিনি সদর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান। সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন মো: আক্কাস আলী।